ভোরের কাগজ
তারিখ ... MAY 1 1 1999
পৃঃ ৫ কলাম ৭

অভিমত

বুয়েটে আসলে যা ঘটে ছিল

জ্ঞান বৈরাগী

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় যা বুয়েট নামে পরিচিত, নিঃসন্দেহে দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির সুস্থ চর্চার ব্যতিক্রমধর্মী আঙ্গিনা। কঠোর অধ্যবসায়ী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্ররা এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের সুযোগ পায়। দুধের ওপরের সরটুকু নিয়ে যেমন মাখন তৈরি করা হয় তেমনি মেধাবীদের মধ্য থেকে বেছে অধিকতর মেধাবীদের সুযোগ দেওয়া হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বলা হয় ক্রিম অফ দা ক্রিম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়া দেশের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্তর্জাতিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে গর্ব করার আরেকটি বিষয় হচ্ছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে হয়তো এর চেয়ে আরো ভালো বিশ্ববিদ্যালয় আছে কিন্তু কোনো দেশের সবগুলো ভালো ছাত্র এক সঙ্গে সে দেশের কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয় কি পায়? কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয়টির মান, সুনাম ও ঐতিহ্য ধ্বংস করার অপচেষ্টা চলছে, যার কারণে বারবার মিডিয়ার শিরোনাম হয়ে আসছে বুয়েট। বিবেকের তাড়নায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সচেতন ছাত্র হিসেবে আমি গত কয়েক বছর ধরে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনার একটি সার্বিক মূল্যায়ন তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

প্রথম ঘটনার সূত্রপাত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে। কোনো প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি কি হবে তা নির্ধারণ করার এখতিয়ার সম্পূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেটের। সময়ের প্রেক্ষিতে, প্রযুক্তির অগ্রগতিতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা পুরানো ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করে গতিশীল, অধিকতর কার্যকর পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করাই স্বাভাবিক। অধ্যয়নরত ছাত্রদের এতে কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার কথা নয় এবং এ নিয়ে মাথা ঘামানোটাকে আমি অনধিকার চর্চা বলে মনে করি। কিন্তু বাইরের কিছু পেশাজীবী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ বিভাগের গুটি কয়েক শিক্ষকের প্ররোচনায় শুধুমাত্র ঐ বিভাগের ছাত্ররা এ নিয়ে আন্দোলন করে। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো প্রশাসন যন্ত্রের পদত্যাগ এবং প্রায় দুই মাস যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখা নিয়ে। পৃথিবীর কোনো দেশে তো নয়ই আমার জানা মতে স্বাগতিক দেশ ফ্রান্সের কোনো প্রতিষ্ঠানও বিশ্বকাপের কারণে এক মাস বন্ধ থাকেনি। কিন্তু হাতে গোনা কয়েকজন শিক্ষকের প্ররোচনায় মাত্র পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট আন্দোলনকারী ছাত্রের চাপের মুখে বুয়েটের প্রশাসন নতি স্বীকার করে। যার প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে বুয়েটের প্রায় সাড়ে চার হাজার ছাত্রের জীবন থেকে মূল্যবান একটি মাস খোয়া গেলো।

পরের ঘটনাটি আবারো সেই ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে বাইরের কিছু মুরব্বিদের প্ররোচনায় হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্রের অনশনের মাধ্যমে আন্দোলন শুরু হয়। বাইরের এ মহলটি এবং তথাকথিত আন্দোলনকারীদের বিভিন্ন উস্কানিমূলক প্রচার-প্রচারণা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যাল প্রশাসনের যথাযথ পদক্ষেপ, সাধারণ ছাত্রদের আন্দোলনবিরোধী তীব্র প্রতিক্রিয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় এ যাত্রা রক্ষা পায়।

চতুর্থ এবং সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে গত ২২ এপ্রিল পুরকৌশল বিভাগের একজন ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ নিয়ে। মিডিয়ায় ঘটনাটি যেভাবে এসেছে তাতে সাধারণ মানুষের মনে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। আমি এ বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরতে চাই। আমাদের বুয়েটের নিয়মানুযায়ী কোনো একটি বিষয়ের পূর্ণ নম্বরের ১০% থাকে ক্লাস উপস্থিতিতে, ২০% ক্লাস টেস্টে এবং অবশিষ্ট ৭০% টার্ম ফাইনাল পরীক্ষায়। সাধারণত ক্লাস লেকচারশেষে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে ঐদিনের ক্লাস লেকচারের ওপর অথবা আগে থেকে নির্ধারিত কোনো Topics-এর ওপর ক্লাস টেস্ট হয়। এরূপ ছয়টি ক্লাস টেস্ট হতে থেকে চারটির নম্বর টার্ম ফাইনাল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যোগ হয়। লেভেল টু-টার্ম ওয়ানের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র দীপ্ত তেমন একটি ক্লাস টেস্টের খাতা ছেলেমানুষিসুলভ দুষ্টুমির ছলে ঐদিন অনুপস্থিত অন্য একজন সহপাঠীর নামে জমা দেয়। ঘটনাটি মোটেই পারস্পরিক আলোচনার ফসল কিংবা পরিকল্পিত ছিল না। কারণ ঐ সহপাঠী পূর্বেই ঐ ক্লাস টিচারের কাছ থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে দেশের বাইরে যাওয়ায় দুই সপ্তাহের অগ্রিম ছুটি চেয়ে নিয়েছিল। তারপর এ ধরনের প্রবণতা একটি অপরাধ, যার শাস্তিস্বরূপ কর্তৃপক্ষ দীপ্তকে প্রথমে দুই বছর এবং পরে দীপ্তর ক্ষমা প্রার্থনার প্রেক্ষিতে এক বছর কমিয়ে এক বছরের বহিষ্কারাদেশ দেন। তবে কর্তৃপক্ষ লঘু পাপে যে দণ্ড দিয়েছেন সেটি আসলেই গুরুদণ্ড। তার পরও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে সেটি মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু আলস্য, কর্মবিমুখতা ও পশ্চাৎপদতা যে সমাজের অস্থিমজ্জায় মিশে রয়েছে, বুয়েট সে সমাজের বাইরে নয়। সংখ্যায় অত্যন্ত নগণ্য হলেও আমাদের ভার্সিটিতে কিছু ছাত্র আছে যারা বিভিন্ন ছলছুতায় পরীক্ষা পিছাতে চায়। তাই দীপ্তর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবির আড়ালে পরীক্ষা পিছাবার জন্য জনাবিশেক ছাত্রের মিছিলটি সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা, তিতুমীরসহ বিভিন্ন হলের সাধারণ ছাত্রদের আপত্তির মুখে হলে ঢুকতে পারেনি। সাধারণ ছাত্রছাত্রীর চাপের কারণে ইউকসুসহ বুয়েটে ক্রিয়াশীল সকল ছাত্র সংগঠন মাননীয় ভিসিকে যথাসময়ে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। সাধারণ ছাত্রদের সক্রিয় প্রতিরোধের কারণে যখন তথাকথিত আন্দোলনকারীরা হতাশ তখন সেই চিহ্নিত হাতে গোনা কয়েকজন শিক্ষক হলে হলে গিয়ে ছাত্রদের ভাঙচুরের জন্য প্ররোচিত করে এবং তারই ধারাবাহিকতায় অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বিনা কারণে পুলিশ দিয়ে তিনজন নিরীহ ছাত্রকে গ্রেপ্তার করানো হয়। যার ফলে ভার্সিটির ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতির জঘন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। যার পরিণতিতে দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ হয়। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন অস্ত্রের ঝনঝনানি, ছাত্রছাত্রীরা দলাদলিতে ব্যস্ত, একজন সন্ত্রাসী ছাত্রের হাতে অপরজন নিরাপদ নয় সেখানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সঙ্ঘর্ষের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার দৃষ্টান্ত নেই। সুস্থ রাজনীতি চর্চার মডেল আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে পূর্ণ গণতান্ত্রিক চর্চার ধারাবাহিকতায় ভিপি এবং জিএস প্রার্থীদের মধ্যে বিতর্ক হয়। এক দলের প্রার্থীকে অন্য দলের প্রার্থী পরিচয় করিয়ে দেয়। সেখানে কেন এ ধরনের একটি সামান্য বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে?

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যেমন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য মডেল তেমনি আমাদের শিক্ষকরাও শিক্ষকসমাজের জন্য আদর্শ। দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যখন শিক্ষকরা লাল, নীল, সাদা দল নিয়ে ব্যস্ত, সেখানে আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে নেই কোনো দলাদলি। জাতীয় রাজনীতির বিষাক্ত থাবা থেকে মুক্ত আমাদের শিক্ষকবৃন্দ। দেশের অন্য ভার্সিটিগুলোতে যখন দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে ভিসি নিয়োগ পান সেখানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান ভিসিসহ আগের প্রত্যেক ভিসি নিয়োগ হয়েছে জ্যেষ্ঠতা, উপযুক্ততা এবং যোগ্যতার মাপকাঠিতে। দেশের খ্যাতনামা এক আইনজীবী বলেছিলেন, দুটি প্রতিষ্ঠানের ওপর দেশের সাধারণ মানুষের এখনো অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস আছে— তার একটি হলো বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট এবং অপরটি বুয়েট প্রশাসন। অতএব, মেধাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী প্রশাসন কেন পারবে না এ ধরনের একটি তুচ্ছ ঘটনাকে Handle করতে? সাধারণ ছাত্ররা কেন ভাববে যে, এটি আমাদের ভিসিকে পরিবর্তন করার জন্য শিক্ষকদের একটি ক্ষুদ্র অংশের পরিকল্পিত কৌশল যাদের কাছে বুয়েটের সাড়ে চার হাজার ছাত্রের শিক্ষাজীবনের কোনো মূল্য নেই। আমাদের সম্মানিত শিক্ষকরা কি এ প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ভবিষ্যৎ তথা জাতির ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে পারেন না আরেকটু উদার হতে? আরেকটু Sacrifice করতে? ব্যক্তিগত ক্ষমতা লিপ্সা চরিতার্থ না করে তাদের সামষ্টিক সুনাম ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে? দরিদ্র দেশের দরিদ্র বাবা-মায়ের সন্তানদের শিক্ষা জীবন সুন্দর ও সম্ভাবনাময় করে গড়ে তুলতে?

জ্ঞান বৈরাগী : ছাত্র, বুয়েট।